দৈনিক সংবাদ

250

তারিখ AUG. 7. 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শিক্ষাব্যবস্থার এহেন অবস্থায় এই লজ্জা কার

শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ নীতি প্রণয়ন ও সরকারি বড় বড় বুলি আওড়ানো বাস্তবতার সাথে কতটুকুই মিল আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হল (৩১-০৭-৯৯) ডিগ্রি পাস পরীক্ষার ফলাফল। নামকরা কলেজগুলো আশানুরূপ কোন ফলাফল করতে পারেনি অথচ সাইডের কলেজ বলে খ্যাত কলেজগুলোতে আশ্চর্যজনক ফলাফল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সরকারি কলেজের পাসের হার প্রায় ১৫%। অথচ এটি একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। তাহলে এখানে কি লেখাপড়া হয় না? হয়, তবে নকলের সুবিধা কম থাকাতে পাসের এই দুরবস্থা। আগে ভাল একটি কলেজে পড়ার জন্য সবাই ছুটে আসত। অথচ এখন? বাস্তবতার নিরিখে একাধিকবার ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা চলে যায় সাইডের কলেজগুলোতে; কারণ সেখানে পাস আছে কন্ট্রাক্টার এর মাধ্যমে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। লাঙ্গলকোটস্থ একটি কলেজ গৌরীপুর কলেজ।

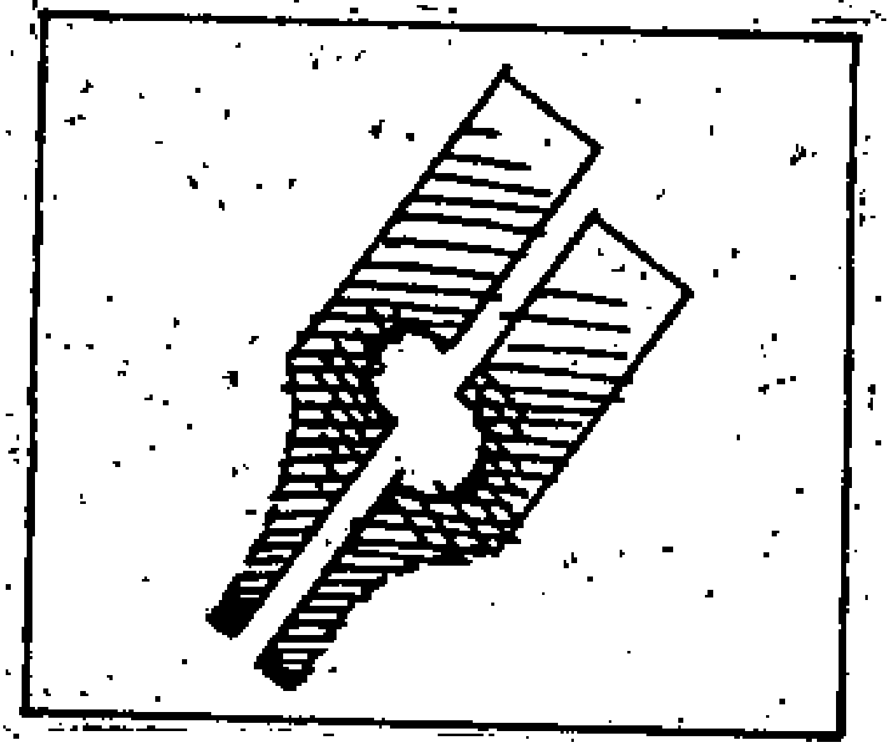

সেখানে পরীক্ষা দেয়ার একটিই শর্ত আর তাহলো বই দেখে পরীক্ষার্থী লিখতে পারবে কি না। যদি পারে তবে কন্ট্রাক্ট হয় ৮/১০ হাজার টাকায়। সেখানে হলের মধ্যে পরীক্ষার্থীর চেয়ে অভিভাবক বেশি। সেখানে পাসের হার ৮০%-৯০%। ফার্স্ট ক্লাস থাকে ৫/৭টি। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এখন আমরা যারা সাধারণ পরিবারের তারা হায় হায় করি আর বলি ভাল কলেজের পিণ্ডি মারো চলে যাও লাঙ্গলকোট। ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে নিয়ে আসো ফার্স্ট ক্লাস। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থার এই করুণ অবস্থার জন্য দায়ী কে? এ লজ্জা কারে? পরীক্ষার্থীর নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের, নাকি প্রশাসনের, নাকি সরকারের?

মোঃ হুমায়ুন কবীর
রহমতপুর আ/এ,
নতুনবাজার, চাঁদপুর-৩৬০০।